Transparency, Effectiveness & Accountability

Change-Innovation-Reform Action Plan (CIRAP)

A Co-creation of 119th Senior Staff Course

Theme 1:
Citizen Service Delivery

Theme 2:
Knowledge Management & Skills

Theme 3:
Policy Evaluation & Formulation

Theme 4:
Performance & Efficiency Management

Theme 5:
Interconnected Government & Leadership (IGL)

Theme 6:
Transparency, Effectiveness & Accountability

Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

পাইলট উদ্যোগ ০১:

সরকারি বিনিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুমোদনের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

পাইলট উদ্যোগ ০২:

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ,বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা (SOP) প্রণয়নের কৌশল নির্ধারণ

পাইলট উদ্যোগ ০৩ :

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন

পাইলট উদ্যোগ ০৪ :

ওএমএস মনিটরিং কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ

পাইলট উদ্যোগ ০৫ :

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের জন্য আইন ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং স্থায়ী লোকবল নিয়োগ কাঠামো প্রতিষ্ঠা

পাইলট উদ্যোগ ০৬ :

ডিজিটাল গভর্নেন্স পলিসি প্রণয়ন

মিজ উর্মি তামান্না
যুগ্মসচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়

সরকারি বিনিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুমোদনের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

সমস্যার বর্ণনা

বিগত সরকার সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পে (পিআইপি) উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। এর অংশ হিসেবে, মেগাপ্রকল্প নামে পরিচিত বেশ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে forecast করা হয়েছিল। প্রায় সকল মেগাপ্রকল্পেরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক অর্থায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি প্রত্যাশিত রিটার্ন নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে জনসাধারণ কেবল তাদের প্রত্যাশিত সুবিধা এবং রিটার্ন থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং দেশ ঋণের ফাঁদেও পড়তে পারে যা খুবই উদ্বেগজনক। গত নভেম্বর, ২০২৪-এ প্রকাশিত White Paper on State of the Bangladesh Economy: Dissection of a Development Narrative-এ একটি পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। উক্ত পরিসংখানে ৭টি মেগাপ্রকল্পের অনুমাদনকালীন ব্যয় এবং কয়েক দফা সংশোধনের পর প্রকল্প সমাপ্তিতে ব্যয়ের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে যেখানে দেখা যায় যে,৭টি প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ছিল ১,১৪,৫৪৭ কোটি টাকা যা প্রকল্প সমাপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে ১,৯৫,১১৬ কোটি টাকা; অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০.৩৪ শতাংশ (সংযুক্তি-১)। এ অতিরিক্ত ব্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ডিজাইন প্রণয়ন পর্যায়ে অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা।

সমস্যার কারণ

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যেকোনো প্রকল্পের মেরুদণ্ড হলেও বাংলাদেশে প্রায়শই depth এবং accuracy-এর অভাব থাকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে, মূল Ground level চ্যালেঞ্জসমূহ যেমন, পরিবেশগত প্রভাব, ভূমি অধিগ্রহণ চ্যালেঞ্জ এবং লজিস্টিক সীমাবদ্ধতার মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে উপেক্ষা বা অবমূল্যায়ন করে প্রকল্পের benefit/ return-সমূহকে inflated করে দেখানো হয়। এই সমীক্ষাসমূহকে আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভুল অনুমান ও in-depth বিশ্লেষণের অভাবে সমীক্ষাসমূহ হয় কার্যত অবাস্তব। গত জানুয়ারি, ২০২৫-এ প্রকাশিত Task Force Report on Re-strategising the Economy and Mobilizing Resources for Equitable and Sustainable Development -এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে 'সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত দক্ষতা'।

রিপোর্টে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সাধারণত: কেবল আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়;
- সমীক্ষায় প্রকল্প ঝুঁকি ও ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বাড়িয়ে Internal rate of Return (IRR)-কে আকর্ষণীয় করে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়;
- Ground চ্যালেঞ্জ যেমন, ইউটিলিটি স্থানান্তর, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পরিবেশগত, সামাজিক এবং জলবায়ু প্রভাবগুলি সঠিকভাবে ব্যয় এবং ঝুঁকিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না;

প্রকল্প-সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়, যেমন রোলিং স্টক এবং মানব সম্পদের বিলম্বিত প্রাপ্যতা, সেইসাথে বাস্তবসম্মতভাবে নয় এরূপ operating speed -সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় ধরার কারণে উচ্চ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) খরচ, খুব কমই বিবেচনা করা হয়;

পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় ট্র্যাফিক সংক্রান্ত প্রক্ষেপণগুলো কেবল ভিত্তি-বছরের তথ্য সহ পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়, যা অনুমানের উপর নির্ভর করে। সঠিক data এবং এর comprehensive পর্যালোচনার অভাবে সঠিকভাবে demand forecasting হয় না এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের Outcome অর্জিত হয়না, সরকারের ঋণের বোঝা বেড়ে যায়, যেমন কর্ণফুলি টানেল প্রকল্প;

সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের জন্য অনেক সময় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয় যেখানে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাই প্রকল্প গ্রহণে means-এর পরিবর্তে deliverable হিসেবে কাজ করে যেমন, হাই স্পিড ট্রেন এবং পাতাল রেল প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;

একাধিক সংস্থা প্রায়শই একই প্রকল্পের জন্য পৃথক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে, যার ফলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এবং সম্পদের অপচয় হয় (যেমন, RHD এবং BBA দ্বারা N1 এক্সপ্রেসওয়ের জন্য, অথবা RHD এবং BBA দ্বারা রিং রোড প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা);

কিছু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এমন সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয় যাদের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য যথাযথ আইনি বা পরিচালনাগত এখতিয়ার নেই যেমন, RHD কে বাইপাস করে ব্রিজ মাস্টার প্ল্যান বা DMTCL কে বাইপাস করে সাবওয়ে পরিকল্পনা করা।

সমস্যার ফলাফল

অপর্যাপ্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কারণে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিজাইন পরিবর্তন করতে হয়, Scope পরিবর্তন করতে হয়, প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যায়, সময় বৃদ্ধি পায়, উদ্দেশ্য ও outcome-এর মধ্যে হয়ে যায় বিস্তার ফারাক। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্পের মূল পরিকল্পনায় নতুন উপাদান যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে মোট ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি শক্তিশালী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি অপ্রত্যাশিত ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ। Task Force Report-এ দুর্বল সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কারণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে (সংযুক্তি-২)।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যালোচনা করবে, সংশোধনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে এবং সবশেষে অনুমোদন প্রদান করবে;

প্রকল্পের উদ্যোগি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প যাচাই করার পর Ministry Assessment Report প্রস্তুত করবে, তবে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনে প্রেরণের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং অনুমোদনের জন্য স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার পরবর্তী ধাপ, অর্থাৎ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের PEC সভায় প্রেরণ করা যাবে না;

ভবিষ্যতে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সঠিক ও বাস্তবসম্মত ছিল না বলে প্রমাণিত হলে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের পাশাপাশি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা থাকবে;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: সরকারি বিনিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুমোদনের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে: অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

(গ) বাস্তবায়ন সময়কাল: শুরু: নভেম্বর, ২০২৫ শেষ: সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

(ঘ) প্রত্যাশিত উপকারভোগী: দেশের জনগণ।

সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের সঙ্গে কারা কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে

নীতি নির্ধারক পর্যায়

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
অর্থ বিভাগ
পরিকল্পনা বিভাগ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

কারিগরি ও বাস্তবায়ন পর্যায়

অর্থ বিভাগ: সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংস্কার উদ্যোগটি গ্রহণ করা হবে বিধায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক এ বিষয়ে একটি concept note প্রস্তুত করে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

পরিকল্পনা বিভাগ: পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন। সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এ বিভাগ থেকে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়: সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়
১	অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বিষয়ে একটি concept note প্রস্তুত করে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার অনুমোদন গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ	নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২৫
২	সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অবহিতকরণ ও মতামত গ্রহণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা।	অর্থ বিভাগ	জানুয়ারি, ২০২৬
৩	সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বিষয়ক concept note এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীসহ আইনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ।	অর্থ বিভাগ	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
৪	পরিকল্পনা বিভাগ আইনের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে।	পরিকল্পনা বিভাগ	মার্চ, ২০২৬
৫	পরিকল্পনা বিভাগ আইনের খসড়া প্রণয়ন করবে	পরিকল্পনা বিভাগ	এপ্রিল, ২০২৬
৬	পরিকল্পনা বিভাগ Rules of Business, Rule-10 অনুযায়ী আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের লিখিত মতামত গ্রহণ করবে	পরিকল্পনা বিভাগ	মে, ২০২৬
৭	পরিকল্পনা বিভাগ Rules of Business, Rule-31A অনুযায়ী আইনের খসড়া নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জনমত যাচাই করবে।	পরিকল্পনা বিভাগ	মে, ২০২৬
৮	পরিকল্পনা বিভাগ আইনের খসড়ার উপর এক বা একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং অংশীজন (stakeholder) সভার আয়োজন করবে	পরিকল্পনা বিভাগ	জুন, ২০২৬
৯	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটিতে পরিকল্পনা বিভাগ খসড়াটি প্রেরণ করবে।	পরিকল্পনা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	জুন, ২০২৬
১০	মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	জুলাই, ২০২৬
১১	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	আগস্ট, ২০২৬
১২	মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সেপ্টেম্বর, ২০২৬
১৩	অর্থ বিল হলে অর্থ বিভাগে রাষ্ট্রপতির সুপারিশের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থ বিভাগ	সেপ্টেম্বর, ২০২৬
১৪	সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ	সেপ্টেম্বর, ২০২৬

সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম ও রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী কী কৌশল গ্রহণ করা হবে

১. সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এর বন্ধ হওয়া রোধে কৌশল

অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ বিষয়ে concept note প্রস্তুত করার পর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সঙ্গে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে সকলের মতামত যতদূর সম্ভব accommodate করতে হবে। বিশেষ করে পরিকল্পনা বিভাগের Ownership ব্যতীত সংস্কার উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা যাবে না। অপরদিকে, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হবে বিধায় তাদের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্তৃপক্ষের জনবল সংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

২. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

সরকারি অর্থ ব্যয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংস্কার উদ্যোগটি গ্রহণ করা হবে বিধায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক আইন প্রণয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে।

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইনের খসড়া

যেহেতু সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করা প্রয়োজন,
যেহেতু সঠিক প্রকল্প যাচাইয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে,
যেহেতু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের মেরুদন্ড হিসেবে কাজ করে এবং সঠিকভাবে প্রণীত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রণয়ন করা না হলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ঋণের ধারণক্ষমতা প্রত্যাশিত সীমা অতিক্রম করতে পারে,
যেহেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভুল মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন,
যেহেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের জন্য বিদ্যমান সরকারি কার্যালয়ের দক্ষতার অভাব রয়েছে,
যেহেতু একই দাতা সংস্থার অর্থায়ন এবং তাদের দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কারণে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না,
যেহেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইপূর্বক সংশোধন এবং অনুমোদন প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন,
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন -

এই আইন সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬ নামে অবিহিত হইবে;
ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২. সংজ্ঞা – বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এ আইনে-

কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ;
পরিচালনা পর্ষদ" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ;

"সদস্য" অর্থ পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য;

"প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা" অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

"বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যালোচনায় দক্ষ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি;

"সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" অর্থ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা বা 'গ্রিনবুক'-এ সংজ্ঞায়িত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা;

"প্রবিধান" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন প্রণীত কোনো প্রবিধান;

"বিধি" অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি;

৩. আইনের প্রাধান্য - আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪. কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা -

এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫. কর্তৃপক্ষ এর কার্যালয় - অথরিটি এর কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

৬. পরিচালনা ও প্রশাসন - অথরিটি এর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং অথরিটি যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা পর্ষদ সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

৭. পরিচালনা পর্ষদ -

অথরিটি এর একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

প্রধান উপদেষ্টার সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা Association-এর ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৮. পরিচালনা পর্ষদের সভা -

এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে, পরিচালনা পর্ষদের সভা আহ্বান করিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

পরিচালনা পর্ষদের মাসে অন্যূন ১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিচালনা পর্ষদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

কোনো সদস্যের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ বিষয়ে তিনি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

পরিচালনা পর্ষদের কোনো কার্য অথবা কার্যধারা কেবল পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য পদের শূন্যতা অথবা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯. কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি -

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সংক্রান্ত নীতি, কৌশল ও আইনি কাঠামো প্রণয়ন;

কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন,

কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্ভুলতা যাচাই-এর জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি থেকে সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রস্তুতকরণ;

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্ভুলতা যাচাই-এর জন্য সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল-এর নিকট পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ;

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যালোচনা করে সংশোধনের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক বিবেচিত না হলে এবং Conflict of Interest প্রতিপাদ হলে নতুন সম্ভাব্যতা সমীক্ষাটি পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করে বাতিলপূর্বক মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো;

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক বিবেচিত হলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-ডিভিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল-এর কার্যক্রম সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান;

আদর্শ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের নমুনা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন ও বিতরণ;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত গাইডলাইন ও নির্দেশনাবলি প্রদান;

এই আইন-এর অধীন সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল-এর পরামর্শদের সেবা মূল্য নির্ধারণ এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তপূর্বক আদেশ জারী;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য ও দলিল সংবলিত ওয়েবসাইট প্রস্তুত, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পরিচালন;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি প্রস্তুতকরণ;

সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি হালনাগাদকরণ, সংরক্ষণ এ ওয়েবসাইটে প্রকাশ;
সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্লেষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান, আয়োজন ও সমন্বয়; এবং
সরকার কর্তৃক, সময় সময় অর্পিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন।

১০. অথরিটি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা -

অথরিটি এর একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবে।
(সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথরিটি এর সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন এবং এই আইনের দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিচালনা পর্ষদের নিকট অথরিটি এর সার্বিক কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকিবেন।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১. কর্মচারী নিয়োগ -

অথরিটি, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।
কর্মচারীদের চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২. বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি প্রস্তুতকরণ -

পরিচালনা পর্ষদ, উহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ, পেশাদার ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি প্রস্তুত করবে।
বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত থাকবে এবং হালনাগাদ করা হবে।

১৩. সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন -

পরিচালনা পর্ষদ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শকদের ডিপেজিটরি থেকে সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করবে।
সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি-এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্ভুলতা পর্যালোচনা ও যাচাই করবে এবং পরিচালনা পর্ষদকে সহায়তা করার জন্য এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে;
অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে এবং PPR, 2025 অনুসরণপূর্বক সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল-এর পরামর্শদের সেবা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

১৪. তহবিল -

১৪.১ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

১৪.২ তহবিলে নিম্নরূপ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ;

সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি সরকার অথবা দেশি বা বিদেশি কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা বা অনুদান;

বিভিন্ন উৎস ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ফি, সার্ভিস চার্জ এবং দরপত্র দলিল বিক্রয়মূল্যসহ বিপিপিএ এর নিজস্ব আয়;

কর্তৃপক্ষের সম্পদ বিক্রয় বা ভাড়া হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফা; এবং

অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১৪.৩ কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, সরকার অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত তহবিল প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে হইবে। ব্যাখ্যা। "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত কোনো Scheduled Bank.

১৪.৪ এই আইনের অধীন সম্পাদিত সকল কার্যসংক্রান্ত ব্যয়সহ অন্যান্য সকল দায়, সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল-এর পরামর্শদের সেবা মূল্য এবং প্রধান নির্বাহী ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে হইবে।

১৫. বার্ষিক বাজেট বিবরণী - কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে যাহাতে উক্ত অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হইবে।

১৬. হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা -

১৬.১ অথরিটি প্রতি অর্থ বৎসরে উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

১৬.২ প্রত্যেক অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রত্যেক বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

১৬.৩ Comptroller and Auditor-General (Additional Functions) Act, 1974 (Act No. XXIV of 1974) এর বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৬.৪ উপধারা (২) ও (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, Chartered Accountant কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, বার্ষিক ব্যালান্স শিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা অথরিটির অন্য যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

১৭. বার্ষিক প্রতিবেদন - কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উক্ত অর্থ বৎসর সমাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৮. চুক্তি সম্পাদন - কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশি সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮. চুক্তি সম্পাদন - কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশি সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯. পরিচালনা পর্ষদ এবং সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যদের জবাবদিহিতা -

১৯.১ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে পরিচালনা পর্ষদ এবং সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবে।

১৯.২ সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যদি পরবর্তী সময়ে বা প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে যথাযথ ছিল না বলে প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের দায়ী করে সরকারি আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, আবশ্যক বিবেচনায়, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২১. প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২. অসুবিধা দুরীকরণ - এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

২৩. ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ -

২৩.১ এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে একটি অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

২৩.২ বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মো: ফিরোজ আহমেদ
যুগ্ম সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ,বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা (SOP) প্রণয়নের কৌশল নির্ধারণ

সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়নের কৌশল নির্ধারণ।

বাস্তবায়নকাল

নভেম্বর ২০২৫ হতে জানুয়ারী ২০২৬

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রেক্ষাপট

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি Rules of business, মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহের Allocation of business পরিবর্তন/ পরিমার্জন / সংশোধন, পদ সৃজন, পদ উন্নিতকরন, নীতিমালা/ নিয়োগ বিধিমালা/ প্রবিধানমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করে থাকে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি সংক্রান্ত পরিপত্র থাকলেও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোন পরিপত্র বা নির্দেশিকা নেই। সিদ্ধান্ত প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কে নিয়ে একটি সভা করা হয় যাতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো কি না তা জানার কোন টুলস নেই। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে পদ সৃজন, জনবলের পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি বিলম্বিত হয়। নির্দেশিকার অভাবে জবাবদিহিতা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সার্বিকভাবে জনসেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সমস্যার বর্ণনা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। শূণ্যপদ পূরণ/ পদায়ন/ পদোন্নতি বিলম্বিত হয় এবং এতে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরী হয়। কখন কে কি কাজ করবে তা স্পষ্টভাবে বলা নেই। সিদ্ধান্তসমূহ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না এতে সিদ্ধান্তসমূহের ভুল ত্রুটি উদঘাটন করা সম্ভব হয় না। সার্বিকভাবে জনসেবা বিঘ্নিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সভা আয়োজন সহজ ও ফলপ্রসূ করা। Time, Cost, Visit কমানো। সভার সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারিত সময়ে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। পদ সৃজন, জনবলের পদায়ন,পদোন্নতি ইত্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করা। সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন করা। সর্বোপরি সভাটির সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুত, কার্যকরী ও জবাবদিহিতা তৈরী করে ফলপ্রসূ ও জনসেবা বৃদ্ধি করা।

সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

পাইলট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন এবং তাদের ভূমিকা

স্টেকহোল্ডার	মূল ভূমিকা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	পরামর্শ/ মতামত প্রদান
অর্থ বিভাগ	পরামর্শ/ মতামত প্রদান
তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি বি ভাগ	পরামর্শ/ মতামত প্রদান
প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ প্রদান
প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণ গ্রহন

রিসোর্স মোবিলাইজেশন

বাজেট বরাদ্দে উদ্যোগ গ্রহণ। প্রশিক্ষণ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য- প্রশিক্ষক তৈরি করা। প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা। Training Module তৈরি করা। Training Logistics- ট্রেনিং ম্যানু, ব্যাগ, কলম, ল্যাপটপ/ ডেস্কটপ ইত্যাদি সংগ্রহ করা।

বিস্তারিত কার্যক্রম

ধাপ	কার্যক্রম	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	প্রাথমিক পরামর্শ ও অনুমোদন গ্রহণ	১ সপ্তাহ	সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিভিন্ন সভায় নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়	৪ সপ্তাহ	সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩	SOP র খসড়া ও কাঠামো প্রণয়ন	১ সপ্তাহ	সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪	প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী নির্ধারণ	২ সপ্তাহ	সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায়)
৫	বাজেট বরাদ্দকরণ	১ সপ্তাহ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬	SOP র খসড়ার উপর অংশীজনদের মতামত গ্রহন	২ সপ্তাহ	সমন্বয় অনুবিভাগ ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,
৭	SOP চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	১ সপ্তাহ	সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল

নেতৃত্ব ও সমন্বয় : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

অংশগ্রহনমূলক দৃস্টিভঙ্গি : সংস্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহকে সম্পৃক্ত রাখা হবে।

যোগাযোগ কৌশল : পাক্ষিক ফিডব্যাক ও রিপোর্ট আদান প্রদান।

উদ্ভাবন : ই-ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অগ্রগতি ট্র্যাকিং ও রিপোর্টিং।

পরিবর্তনের ধারা

নির্দেশিকা প্রণয়ন > প্রশিক্ষণ > SOP প্রয়োগ > ফলোআপ ও মূল্যায়ন > ক্রমাগত উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

পাক্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট।

ছয়মাস অন্তর-অন্তর মূল্যায়ন সভা করা।

রিপোর্টসমূহ Report management system এ গ্রহণ ও সংরক্ষণ।

ঝুকি ও প্রশমন

SOP অনুসরণে অনাগ্রহ- প্রশিক্ষণ ও প্রনোদনা প্রদান।

বাজেট সীমাবদ্ধতা-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বাজেট বরাদ্দকরণ।

প্রযুক্তিগত দুর্বলতা-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে সহায়তা গ্রহণ।

পরিবর্তন প্রতিরোধ-অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব।

টেকসইকরণের কৌশল

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মন্ত্রণালয় বিভাগসমূহকে এই নির্দেশিকা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা জারী করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহকেও তাদের অধস্থন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা পালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদানের জন্য বলা হবে। প্রতি ২ বছর পর পর স্টেকহোল্ডাদের সাথে পরামর্শক্রমে এ নির্দেশিকার ত্রুটিচ্যুতি চিহ্নিত করে উন্নয়ন সাধন করতে হবে। এ কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বাস্তব অভিজ্ঞগতা ও মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধন করতে হবে। সংস্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের এই নির্দেশিকার বিষয়ে নিয়মিত ৬ মাস পর পর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইলেকট্রোনিক সংস্করণ চালু করা যেতে পারে। এই প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

কাজী আব্দুর রায়হান
যুগ্ম সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মানসম্মত বীজ সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতি বছর বিভিন্ন জাতের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিএডিসি কর্তৃক উৎপন্ন বীজের মানের প্রতি কৃষকগণ আস্থাশীল এবং এ বীজ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

তবে, বীজ কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাঠামো এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। কার্যক্রম প্রস্তাব প্রণয়নে একীভূত ছকের অভাবে লক্ষ্য, ফলাফল ও আর্থিক পরিকল্পনায় অস্পষ্টতা রয়েছে। এর ফলে বাজেট ব্যবস্থাপনা, সম্পদের ব্যবহার ও ফলাফল নিরূপণে দুর্বলতা দেখা দেয়। মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ফলাফলভিত্তিক না হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি যথাযথভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

এই বাস্তবতায় "বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন" সংস্কার উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে, যা কাঠামোগত পরিকল্পনা, লক্ষ্যভিত্তিক সূচক নির্ধারণ এবং ফলাফলভিত্তিক মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বীজ কার্যক্রমকে দক্ষ, স্বচ্ছ ও তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করবে।

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা: কারণ ও ফলাফল

বিএডিসি কর্তৃক গৃহীত বীজ কার্যক্রম গুলির পরিকল্পনা কাঠামোগত দুর্বলতা, সমস্যাটির কারণ ও ফলাফল তুলে ধরা হল:

সমস্যা	কারণ	ফলাফল
১. পরিকল্পনা প্রস্তাব ছকের অনুপস্থিতি	একীভূত পরিকল্পনা ছক না থাকায় লক্ষ্য ও ফলাফল অস্পষ্ট	মনিটরিং দুর্বল হয়, তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যাহত হয়
২. জবাবদিহিতা সংস্কৃতির অভাব	মনিটরিংকে অনেক সময় শাস্তিমূলকভাবে দেখা হয়	কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব ও তথ্য প্রদানে অনীহা দেখা যায়
৩. দক্ষতা মূল্যায়নের সূচক নেই	পারফরম্যান্স নির্ধারণের সূচক নির্দিষ্ট নয়	কর্মদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি মূল্যায়ন সম্ভব হয় না
৪. দুর্বল মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক	যাচাই ও অনুসরণ পদ্ধতি অপর্যাপ্ত	মাসিক প্রতিবেদন বাস্তব পরিস্থিতির যথাযথ প্রতিফলন হয় না

৫. ইন্টারনাল ইভালুয়েশন বন্ধ	অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কাঠামো বিলুপ্ত	প্রকৃত অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ শনাক্ত হয় না
৬. সমন্বয়হীনতা	বীজ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে তথ্য বিনিময় দুর্বল	পুনরাবৃত্তি কাজ ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল
৭. অনলাইন ডেটা ব্যবস্থাপনার অভাব	ডেটাবেইজ ও সফটওয়্যার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা	তথ্য বিশ্লেষণ দুর্বল, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়
৮. ব্যয়কেন্দ্রিক মানসিকতা	আর্থিক অগ্রগতিকে বাস্তব সাফল্য হিসেবে দেখা হয়	ভৌত অগ্রগতি ও ফলাফল উপেক্ষিত থাকে

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা: সমাধান ও প্রত্যাশিত ফলাফল

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাধান ও প্রত্যাশিত ফলাফল বর্ণনা করা হলো:

(ক) বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ছক নির্ধারণ

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনার একটি ছক প্রণয়ন করা হবে যাতে বিগত বছরের অর্জন, বর্তমান কোডওয়ারী ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন কৌশল, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের তালিকা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(খ) কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ:

কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হবে যাতে পদ্ধতিগত মনিটরিং নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;

(গ) মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা

একটি মনিটরিং কাঠামো প্রস্তুত করা হবে;

(ঘ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ

বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মতবিনিময় সভা করা হবে, যাতে তারা বিশ্লেষণ দক্ষতা অর্জন করবে এবং এর মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি দ্রুত গ্রহণ সহজ হবে যা উদ্যোগের কার্যকারিতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করবে;

(ঙ) জবাবদিহিমূলক সংস্কৃতি

বীজ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে উদ্যোগটির উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা সভা, কর্মশালা ও পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হবে। এতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মনিটরিংকে উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে দেখবেন যার ফলে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে ও তথ্য প্রদানে অনীহা দূর হবে।

(চ) গাইডলাইন প্রস্তুত

একটি লিখিত গাইড লাইন করা হবে যাতে সমগ্র উদ্যোগটির বাস্তবায়ন কৌশলের বর্ণনা থাকবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তবিত পরিসংখ্যান

পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:
'বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন'

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:
বীজ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান:
বাজেট অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

পাইলটিং স্থান:
বিএডিসির একটি বীজ কার্যক্রম, ঢাকা।

পাইলটিং এর যৌক্তিকতা:
বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণে একটি একীভূত পরিকল্পনা কাঠামো ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং ফলাফলভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

সময়সীমা:
০১ নভেম্বর ২০২৫ হতে ৩০ জানুয়ারি ২০২৬।

সম্ভাব্য ফলাফল:
পরিকল্পনা ও মনিটরিংয়ের জন্য একটি মানসম্মত কাঠামো প্রবর্তিত হবে। বাজেট ব্যবহারে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ফলাফল পরিমাপযোগ্য হবে এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। বাজারে মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, একক ব্যয় কমবে এবং কৃষকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

অংশীজন ও সম্পৃক্ততা কৌশল

পাইলটিং-এ বিভিন্ন অংশীজনকে যুক্ত করা হবে। তাদের ভূমিকা ও কাজে লাগানোর কৌশল নিম্নরূপ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা :
পাইলটিং টিম গঠন ও পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, নীতি অনুমোদন, অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং বাজেট শাখা ও মনিটরিং শাখাকে সম্পৃক্তকরণ ও ফলাফল পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবে। পাইলটিং কার্যক্রমের সফলতা এ অধিশাখার উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন কৌশলের উপর বহুলাংশে নির্ভারশীল।

বীজ বিভাগ, বিএডিসি :
পরিকল্পনা ও মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক নির্মানে সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়ন। এদেরকে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত রাখতে হবে।

বিএডিসি'র ফিনান্স বিভাগ:
বাজেট কর্মপরিকল্পনার বীজ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সংযোগ সৃষ্টি করা। এদেরকে তহবিল ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে উৎসাহ দিয়ে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ও বীজ কার্যক্রমে ইউনিটসমূহ:
মাঠপর্যায়ে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করবে ও পাইলটিংয়ে সুপারিশকৃত পদ্ধতি পরীক্ষণ এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবে। এদের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা:
এ কার্যক্রমে কোন অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। নিয়মিত বাজেট হতে সভা, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

মানবসম্পদ:
বিদ্যমান জনবল দিয়ে কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হবে।

সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	নির্ধারিত সময়	মন্তব্য
১	পাইলটিং কার্যক্রম সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ও টিম গঠন	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	২ নভেম্বর ২০২৫	কার্যক্রমের সূচনা ও দায়িত্ব বণ্টন
২	টিমের সাথে সভা ও কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং চূড়ান্তকরণ	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	৩ নভেম্বর ২০২৫	প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা ও সময়রেখা নির্ধারণ
৩	কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	৬ নভেম্বর ২০২৫	নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ
৪	টিমের ২য় সভা ও পরিকল্পনা প্রস্তাব ছকের খসড়া প্রস্তুত	বাজেট শাখা ও মনিটরিং শাখা	৯ নভেম্বর ২০২৫	ফরম্যাট প্রস্তুতি
৫	অংশীজনদের সাথে সভা	বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা	১২ নভেম্বর ২০২৫	অংশীজনদের মতামত গ্রহণ ও সমন্বয়
৬	মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক মূল্যায়ন	মনিটরিং শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	১৬ নভেম্বর ২০২৫	ফলাফলভিত্তিক সূচক নির্ধারণ
৭	অংশীজনদের সাথে দ্বিতীয় সভা	বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা	২৩ নভেম্বর ২০২৫	প্রস্তাব যাচাই ও চূড়ান্তকরণ
৮	গাইডলাইন প্রণয়ন	বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা	৩০ নভেম্বর ২০২৫	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও SOP তৈরি
৯	ইনডাকশন সভা (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে)	কৃষি মন্ত্রণালয়	৭ ডিসেম্বর ২০২৫	সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ
১০	প্রশিক্ষণ সভা	বিএডিসি	১৩ ডিসেম্বর ২০২৫	মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি

১১	বিএমসি'তে উপস্থাপন ও অনুমোদন	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	২১ ডিসেম্বর ২০২৫	অনুমোদন সম্পন্ন
১২	বাস্তবায়ন (পাইলটিং কার্যক্রম শুরু)	বীজ বিভাগ, বিএডিসি	১ জানুয়ারি ২০২৬	একটি বীজ কার্যক্রম পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন শুরু
১৩	অংশীজনদের ওয়ার্কশপ ও সচেতনতা সভা	বিএডিসি	১১ জানুয়ারি ২০২৬	অভিজ্ঞতা শেয়ার ও প্রচারণা কার্যক্রম
১৪	ফিডব্যাক মিটিং ও পাইলটিং মূল্যায়ন	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮ জানুয়ারি ২০২৬	পাইলট ফলাফল বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত
১৫	প্রয়োজনীয় পুনঃডিজাইন ও রোল-আউট পরিকল্পনা	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫-৩১ জানুয়ারি ২০২৬	জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত

অংশীজন মতামত জরিপ (নির্বাচিত ৪টি মতামত)

গুগল ফর্মের মাধ্যমে অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করা হয়। মোট ১৪ টি প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৪টি প্রশ্নে উত্তর উপরে দেওয়া হলো। গৃহীত উদ্যোগটি ইতিবাচক কি না তা জানতে (১৩ নং প্রশ্নে) চাওয়া হয়। ৫৪.৫% উত্তরদাতা 'অত্যন্ত ইতিবাচক' ও ৪৫.৫% উত্তরদাতা 'ইতিবাচক' বলে মতামত দেন, অর্থাৎ ১০০% উত্তরদাতা উদ্যোগটির পক্ষে সমর্থন জানান।

টেকসইকরণ

এ উদ্যোগটিকে টেকসই করতে পরবর্তীতে এটিকে ডিজিটালাইজেশন করা হবে এবং একটি গাইডলাইন জারি করা হবে।

রোল-আউট ও রেপ্লিকেশন

একটি বীজ কার্যক্রমে পাইলটিং-এর সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সকল বীজ কার্যক্রমে এ পদ্ধতি রোল-আউট করা হবে।

সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

"বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংস্কার" কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীজ কার্যক্রমে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাজেট বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসম্পাদনের নির্ভুল মনিটরিং নিশ্চিত হবে। কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে। ফলে দেশের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি পাবে। যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

মিজ মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা
যুগ্ম সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

ওএমএস মনিটরিং কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ

প্রেক্ষাপট

খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষ্ঠু খাদ্য বিতরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভর্তুকিমূল্যে খাদ্য সরবরাহ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিত করে। নাগরিকদের প্রধান চাহিদা হলো -খাদ্যের প্রাপ্যতা, সুলভমূল্য, মান নিয়ন্ত্রণ, ও দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সেবা। বিশেষ করে নগর ও প্রান্তিক জনগণের জন্য খাদ্য ভর্তুকি কার্যক্রম যেমন ওএমএস, টিসিবি সমন্বয়, খাদ্য গুদামজাতকরণ ও ডিজিটাল বিতরণ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব বাড়ছে।
বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হলো খোলা বাজারে খাদ্য বিক্রয় (ওএমএস) কার্যক্রম। এর মাধ্যমে জনগণকে সুলভ মূল্যে চাল, আটা সরবরাহ করা হয়। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, নগর শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী ও দুর্যোগকালীন সময়ে এ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
তবে দেখা যায়, কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর মনিটরিং না থাকায় অনেক সময় অনিয়ম, কালোবাজারি, জবাবদিহিতার ঘাটতি ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা তৈরি হয়। ফলে প্রকৃত উপকারভোগীরা কখনো কখনো বঞ্চিত হন।

বর্তমান অবস্থা

ওএমএস কার্যক্রম সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চালু রয়েছে।
প্রতিদিন নির্দিষ্ট ডিলারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোটায় পণ্য বিক্রি করা হয়।
উপকারভোগীদের তালিকা অনেক ক্ষেত্রে নেই বা হালনাগাদ নয়।
ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় পুরো কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল।
নিয়মিত ফিল্ড পরিদর্শন হয়, তবে তা পর্যাপ্ত নয়।

বাহ্যিক সমস্যা / চ্যালেঞ্জ

পণ্য বিক্রির সময় দীর্ঘ লাইন ও ভিড় □ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
ডিলারদের একাংশের অনিয়ম (কম ওজন দেওয়া, বাজারে পুনঃবিক্রয় ইত্যাদি)।
হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি ও মজুদ সংকটের কারণে জনচাহিদা বেড়ে যায়।
তথ্য আদান-প্রদান ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়া বিলম্বিত।
পর্যাপ্ত মনিটরিং জনবল না থাকা।
রাজনৈতিক বা স্থানীয় চাপের কারণে সুষ্ঠু বণ্টনে সমস্যা।

অ্যাকশন প্ল্যান

ক. প্রশাসনিক পদক্ষেপ

উপকারভোগীর ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে লিংক করা।

প্রতিটি ডিলারশিপকে জিও-ট্যাগিং এর মাধ্যমে ম্যাপ করা।

সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্টিং সিস্টেম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একীভূত করা।

খ. প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ

OMS Monitoring Mobile App চালু করা বিক্রয়ের পরিমাণ, ক্রেতার এনআইডি ভেরিফিকেশন ও তাৎক্ষণিক রিপোর্ট।

QR code-based কুপন সিস্টেম প্রবর্তন, যাতে ডিলারের অনিয়ম কমে।

ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে রিয়েল-টাইম তথ্য দেখা যাবে।

গ. মাঠপর্যায়ের মনিটরিং

হঠাৎ পরিদর্শন (Surprise Visit) টাস্কফোর্স গঠন।

উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি (ইউএনও, খাদ্য কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি) সক্রিয়করণ।

উপকারভোগীদের ফিডব্যাক মেকানিজম (হটলাইন / এসএমএস ভিত্তিক অভিযোগ কেন্দ্র) চালু।

ঘ. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

নিয়মিত মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ ওয়েবসাইট ও সামাজিক মাধ্যমে আপডেট।

অনিয়ম ধরা পড়লে ডিলারশিপ বাতিল ও শাস্তি প্রদানের নিয়ম কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ।

সফল ডিলার ও এলাকায় প্রশংসা ও প্রণোদনা দেওয়া।

ঘ. জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

ওএমএস মনিটরিং কার্যক্রমকে শক্তিশালী/কার্যকরকরণের জন্য অনলাইনে এবং অফলাইনে ডাটা কালেকশন করা হয়। এতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, সাক্ষাতকার গ্রহণ এবং গুগল ফর্মে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

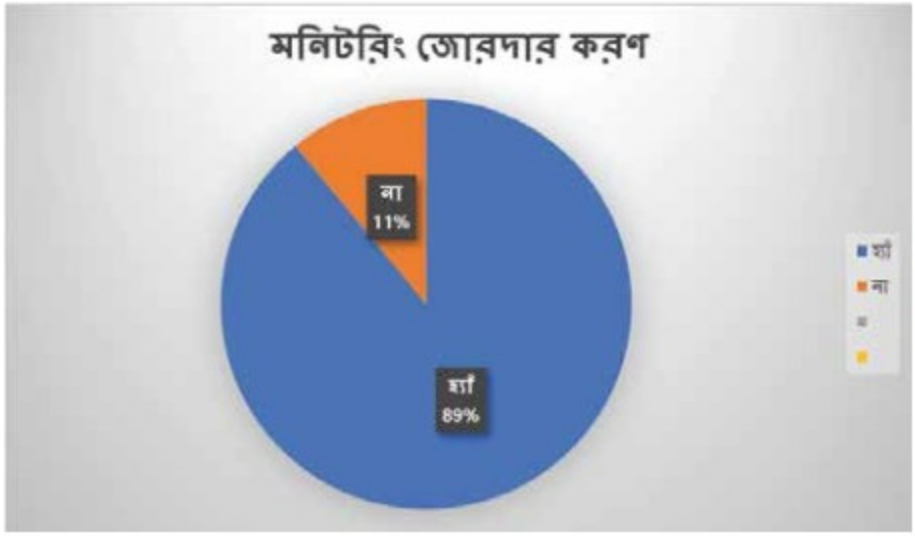

পাইচিত্র-১

পাই চার্ট থেকে বুঝা যায় যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওএমএস কার্যক্রমের মনিটরিং পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯০ জনের মধ্যে ৮০জনই মতামত দিয়েছেন যে মনিটরিং কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তার ভিত্তিতে একশন প্ল্যান গ্রহণ করা হচ্ছে।

টেকসইকরণে করণীয়

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাজেট বরাদ্দ রাখা।

স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা।

তথ্য ব্যবস্থাপনায় বিগ ডাটা ও এআই অ্যানালিটিকস ব্যবহার করে চাহিদা পূর্বাভাস তৈরি।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং খাদ্য কর্মকর্তা ও ডিলারদের জন্য।

জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত জনসচেতনতামূলক প্রচারণা।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম(Details of Activities)

ক্রম/ ধাপ	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
১ম	ঢাকা বিভাগ এ OMS Monitoring Mobile App ও QR কুপন সিস্টেম চালু করা।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঢাকা,প্রধান রেশনিং কর্মকর্তা ঢাকা এবং সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর	৩ মাস	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)
২য়	অভিজ্ঞতা যাচাই করে বাকি বিভাগগুলোতে সম্প্রসারণ।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (বাকি বিভাগগুলো) এবং সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর	৬ মাস	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)
৩য়	দেশব্যাপী বাস্তবায়ন ও পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি।	৬৪ জেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর	১ বছর	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)
৪র্থ	প্রতিটি ধাপে মূল্যায়ন ও সংশোধন (Review & Adjustments) করা হবে।	মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত টিম	প্রয়োজন অনুসারে	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

পাইলটিং পদ্ধতি

প্রথম ধাপ (৩ মাস) একটি বিভাগ (যেমন ঢাকা) এ OMS Monitoring Mobile App ও QR কুপন সিস্টেম চালু করা।

দ্বিতীয় ধাপ (৬ মাস) অভিজ্ঞতা যাচাই করে বাকি বিভাগগুলোতে সম্প্রসারণ।

তৃতীয় ধাপ (১ বছর) দেশব্যাপী বাস্তবায়ন ও পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি।

প্রতিটি ধাপে মূল্যায়ন ও সংশোধন (Review & Adjustments) করা হবে।

প্রথম ধাপে পাইলটিং এর পরে দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ-

ঢাকা শহরে মোট ওএমএস কেন্দ্রের সংখ্যা ১৯১টি। এর মধ্যে দোকান ১১৮টি এবং ট্রাকসেল ৭৩টি। প্রতিটি কেন্দ্রে ২মেট্রিক টন করে চাল এবং দেড় মেট্রিক টন করে আটা বিতরণ করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে (দোকান/ ট্রাকসেলে) মনিটরিং সিস্টেম জোরদার করার ফলে-

১।সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্টিং সিস্টেম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একীভুত হবে

২।প্রতিটি ডিলারশীপকে জিও-ট্যাগিং এর মাধ্যমে ম্যাপিং করা যাবে, ফলে ডিলারদের মধ্যে দুর্নীতি-প্রবণতা(মাপে কম দেয়া, দাম বেশি নেয়া, অনেক ক্ষেত্রে ওসি এল এস ডিদের সাথে যোগসাজসে উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ না করে বাইরে বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি) কমে আসবে। তারা ট্র্যাকিং এর আওতায় আসলে জবাবদিহিতা বাড়বে।

৩। ওএমএস মনিটরিং মোবাইল এপ্লিকেশন চালু রাখলে বিক্রয়ের পরিমাণ, ক্রেতার এনআইডি ভেরিফিকেশন হয়ে সাথে সাথে রিপোর্ট জেনারেট করবে, ফলে শুধুমাত্র প্রকৃত উপকারভোগীই তার ন্যায্য পাওনা পাবে।

৪। কিউআর কোড-বেইজড কুপন সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে ডিলারদেরকে শক্ত জবাবদিহিতার মধ্যে আনা যাবে।

৫। সর্বোপরি, ওএমএস কার্যক্রমে জড়িত অনিয়মসমূহ অনেকাংশে কমে যাবে, সঠিক ব্যক্তি যথাযত সুবিধা পাবে এবং সরকার যে উদ্দেশ্যে কর্মসূচিটি চালু করেছে সেই মুল উদ্দেশ্য তথা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর যথাযত প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়ায়।

চাল/ আটা বা খাদ্যশস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

মিজ জুবাইদা মান্নান
যুগ্ম সচিব
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের জন্য আইন ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং স্থায়ী লোকবল নিয়োগ কাঠামো প্রতিষ্ঠা

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (BNCU) ইউনেস্কো ও আইসেস্কোর (Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization) এর জাতীয় লিয়াজো দপ্তর হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

লিয়াজো দপ্তর হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সমন্বয়ের দায়িত্ব থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির আইনগত ভিত্তি ও গঠনতন্ত্র নেই। অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত নয়, ফলে স্থায়ী লোকবল নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাদের বদলিজনিত কারণে ownership, accountability, institutional memory, দায়িত্ববোধ ও কাজের continuity ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনকে একটি আইনগতভাবে শক্তিশালী, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

স্থায়ী লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা, জবাবদিহি, continuity এবং institutional memory নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNESCO, ICESCO) এর সাথে কার্যকর সমন্বয় ও policy leadership বৃদ্ধি।

দেশীয়ভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি নীতিনির্ধারণে BNCU কে মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

মূলতঃ BNCU এর জন্য একটি আইন প্রণয়ন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও স্থায়ী লোকবল নিয়োগ কাঠামো গড়ে তোলা এই সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য।

বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

1. ড্রাফটিং কমিটি গঠন

করণীয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও BNCU এর যৌথ উদ্যোগে একটি উচ্চপর্যায়ের খসড়া কমিটি গঠন করা।

ফলাফল: আইন ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক টিম প্রস্তুত হবে।

2. বিদেশি ন্যাশনাল কমিশনের মডেল রিভিউ

করণীয়: UNESCO সদস্যদেশগুলোর (যেমন ভারত, নেপাল, কোরিয়া, ফ্রান্স) জাতীয় কমিশনের আইন ও কার্যক্রম পর্যালোচনা।

ফলাফল: আন্তর্জাতিক best practice অনুসারে BNCU এর জন্য আইন ও গঠনতন্ত্রের তৈরি।

3. BNCU Act (Draft) প্রণয়ন

করণীয়: ড্রাফটিং কমিটি বাংলাদেশের বাস্তবতা অনুযায়ী খসড়া আইন তৈরি করবে।

অন্তর্ভুক্ত বিষয়: আইনগত অবস্থান, সাংগঠনিক কাঠামো, নিয়োগ নীতি, আর্থিক কাঠামো, সাব-কমিশন কার্যক্রম।

ফলাফল: BNCU এর একটি পূর্ণাঙ্গ আইন খসড়া প্রস্তুত হবে।

4. গঠনতন্ত্র খসড়া তৈরি ও অনুমোদন

করণীয়: অর্গানোগ্রাম, স্থায়ী পদ, নিয়োগ প্রক্রিয়া, দায়িত্ব বণ্টন ও Sub-commission গঠনের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করে গঠনতন্ত্র তৈরি।

ফলাফল: দাপ্তরিক কার্যক্রমের জন্য একটি অনুমোদিত কাঠামো তৈরি।

5. স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ও ভ্যালিডেশন

করণীয়: শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে ওয়ার্কশপ আয়োজন।

ফলাফল: প্রস্তাবিত আইন ও গঠনতন্ত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামত অন্তর্ভুক্ত হবে।

6. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন ও মন্ত্রিসভায় প্রেরণ

করণীয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয় BNCU Act ও গঠনতন্ত্রের খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করবে।

ফলাফল: চূড়ান্তভাবে সংসদে উপস্থাপনের পথ প্রশস্ত হবে।

7. জাতীয় সংসদে পাস ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

করণীয়: সংসদে আইন পাসের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন গাইডলাইন তৈরি করবে।

ফলাফল: BNCU আইনগতভাবে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হবে।

Key Performance Indicators (KPI)

BNCU Act (Draft) তৈরি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা।
গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও অর্গানোগ্রাম কার্যকর।
Stakeholder কনসালটেশন সম্পন্ন ও নথিভুক্ত।
সংসদে আইন পাশের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ।
স্থায়ী লোকবল কাঠামোর প্রাথমিক নিয়োগ অনুমোদন।

টেকসইকরণের কৌশল

আইন পাস হলে স্থায়ী লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে Institutional memory গড়ে উঠবে।
বার্ষিক বাজেটে স্থায়ী বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।
UNESCO ও ICESCO থেকে টেকনিক্যাল ও ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট সংগ্রহ।
Sub-commission (Education, Science, Culture, ICT, Social Science) গঠনের মাধ্যমে বিশেষায়িত কার্যক্রম চালু।
প্রতি ৩ বছরে গঠনতন্ত্র Review & Update করার বাধ্যবাধকতা।

সংযোজনীয় নতুন বিষয়

ই-গভর্ন্যান্স সিস্টেম: ভবিষ্যতে BNCU এর সকল কার্যক্রমের জন্য একটি Digital Secretariat তৈরি করা।

Capacity Building Fund: স্থায়ীভাবে একটি তহবিল রাখা, যেখান থেকে কর্মচারীদের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের খরচ বহন করা যাবে।

Public Engagement: স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে UNESCO মানসিকতা প্রচারের জন্য "BNCU Youth Forum" চালু করা।

Monitoring Mechanism: একটি internal monitoring সেল গঠন করা, যারা আইন ও গঠনতন্ত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।

মুর্তুজা জুলকার নাঈন নোমান
যুগ্ম সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডিজিটাল গভর্নেন্স পলিসি প্রণয়ন

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

বর্তমানে আইসিটি বিভাগ ও সরকারি দপ্তরসমূহের নীতিমালা, আইন ও বিধিবিধানে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রধান সমস্যাগুলো হল:

১. পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা: বর্তমানে বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক, যা ডিজিটাল যুগের চাহিদা পূরণে অপর্যাপ্ত। এগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. বিভিন্ন দপ্তরের আইন ও নীতিমালার মধ্যে অসামঞ্জস্য: বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার আইন ও নীতিমালার মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, যা সমন্বয়হীনতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। একই বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও বিধিবিধান রয়েছে।

৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনি কাঠামোর অপর্যাপ্ততা: ডিজিটাল নিরাপত্তা, ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো অপর্যাপ্ত, যা সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

৪. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে নীতিগত বাধা: বর্তমান নীতিমালা ও বিধিবিধান অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। স্টার্টআপ ও নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য জটিল নীতিমালা ও বিধিবিধান রয়েছে।

৫. ডিজিটাল সেবা প্রদানে নীতিগত অস্পষ্টতা: ডিজিটাল সেবা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধিবিধান অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত, যা সেবা প্রদানে বিলম্ব ও জটিলতা সৃষ্টি করে।

৬. আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিসের সাথে অসামঞ্জস্য: বর্তমান আইন ও নীতিমালা অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ আকর্ষণে বাধা সৃষ্টি করে।

ফলাফল:

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর ফলে নিম্নলিখিত নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে:

১. ডিজিটাল সেবা প্রদানে বিলম্ব: পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালার কারণে ডিজিটাল সেবা প্রদানে অযথা বিলম্ব হচ্ছে।

২. সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি: ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনি কাঠামোর অপর্যাপ্ততার কারণে সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে বাধা: জটিল নীতিমালা ও বিধিবিধানের কারণে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. বিদেশি বিনিয়োগ কম: আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিসের সাথে অসামঞ্জস্যের কারণে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল বিভাজন বৃদ্ধি: ডিজিটাল সেবা প্রদানে নীতিগত অস্পষ্টতার কারণে ডিজিটাল বিভাজন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া: পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালার কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

উদ্যোগের বর্ণনা

সমস্যা সমাধানের উপায়:

আইসিটি বিভাগ ও সরকারি দপ্তরসমূহের নীতিমালা, আইন ও বিধিবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে "ডিজিটাল গভর্নেন্স পলিসি রিফর্ম" নামক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই উদ্যোগের মূল বিষয়গুলো হবে:

১. নীতিমালা ও আইন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ (Policy & Legal Framework Review & Update): বর্তমান নীতিমালা ও আইন পর্যালোচনা করে পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হবে এবং ডিজিটাল যুগের চাহিদা অনুযায়ী হালনাগাদ করা হবে।

২. নীতিমালা ও আইনের সমন্বয় সাধন (Policy & Legal Harmonization): বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার নীতিমালা ও আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। একই বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও বিধিবিধান একীভূত করা হবে।

৩. ডিজিটাল গভর্নেন্স অ্যাক্ট প্রণয়ন (Digital Governance Act Formulation): ডিজিটাল গভর্নেন্স সংক্রান্ত একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা হবে, যা ডিজিটাল সেবা প্রদান, ডিজিটাল নিরাপত্তা, ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে।

৪. উদ্ভাবন-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন (Innovation-Friendly Policy Formulation): উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। স্টার্টআপ ও নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য সহজ ও সরল নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা হবে।

৫. ডিজিটাল সেবা প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন (Digital Service Delivery Policy Formulation): ডিজিটাল সেবা প্রদান সংক্রান্ত একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যা সেবা প্রদানের মান, সময়সীমা, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে।

৬. আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিস অনুসরণ (International Standards & Best Practices Adoption): আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিস অনুসরণ করে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হবে, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

উপরোক্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে নিম্নলিখিত ইতিবাচক প্রভাব পড়বে:

১. ডিজিটাল সেবা প্রদানে দ্রুততা: হালনাগাদকৃত নীতিমালা ও আইনের ফলে ডিজিটাল সেবা প্রদানে দ্রুততা আসবে, যা নাগরিকদের সন্তুষ্টি বাড়াবে।

২. সাইবার অপরাধ হ্রাস: ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডেটা সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো শক্তিশালী করার ফলে সাইবার অপরাধ হ্রাস পাবে।

৩. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশ: উদ্ভাবন-বান্ধব নীতিমালার ফলে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

৪. বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিস অনুসরণের ফলে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে।

৫. ডিজিটাল বিভাজন হ্রাস: ডিজিটাল সেবা প্রদান নীতিমালার ফলে ডিজিটাল বিভাজন হ্রাস পাবে, যা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।

৬. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি: হালনাগাদকৃত নীতিমালা ও আইনের ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশকে আইসিটি খাতে আন্তর্জাতিক অবস্থান মজবুত করতে সহায়তা করবে।

উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম (Title of the Pilot Initiative): ডিজিটাল গভর্নেন্স পলিসি প্রণয়ন

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে (Which institution will implement the initiative)?

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে (Where will the piloting take place)?

প্রথম পর্যায়ে আইসিটি বিভাগের নিম্নলিখিত ৩টি নীতিগত ক্ষেত্রে পাইলটিং করা হবে:

১. ডিজিটাল সিকিউরিটি পলিসি:ডিজিটাল নিরাপত্তা, ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত নীতিমালা

২. ডিজিটাল ইনোভেশন পলিসি:উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়ন, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম সংক্রান্ত নীতিমালা

৩. ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি পলিসি: ডিজিটাল সেবা প্রদান, ই-গভর্নেন্স, ম্যানেজড সার্ভিস মডেল সংক্রান্ত নীতিমালা

পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী (What is the rationale for considering piloting)?

উপরোক্ত ৩টি নীতিগত ক্ষেত্রে পাইলটিং করার যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:

১. ডিজিটাল সিকিউরিটি পলিসি:

ডিজিটাল নিরাপত্তা বর্তমানে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু

সাইবার অপরাধ ও ডেটা লঙ্ঘন ক্রমবর্ধমান

বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালার অসামঞ্জস্য রয়েছে

একটি সমন্বিত ডিজিটাল সিকিউরিটি পলিসি প্রণয়ন করা প্রয়োজন

এই পলিসি প্রণয়নের অভিজ্ঞতা অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবহার করা যাবে

২. ডিজিটাল ইনোভেশন পলিসি:

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অপরিহার্য

বর্তমানে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে নীতিগত বাধা রয়েছে

বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার মধ্যে উদ্ভাবন বিষয়ক নীতিমালার অসামঞ্জস্য রয়েছে

একটি সমন্বিত ডিজিটাল ইনোভেশন পলিসি প্রণয়ন করা প্রয়োজন

এই পলিসি প্রণয়নের অভিজ্ঞতা অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবহার করা যাবে

৩. ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি পলিসি:

ডিজিটাল সেবা প্রদান ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অপরিহার্য

বর্তমানে ডিজিটাল সেবা প্রদানে নীতিগত অস্পষ্টতা রয়েছে

বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার মধ্যে ডিজিটাল সেবা প্রদান বিষয়ক নীতিমালার অসামঞ্জস্য রয়েছে

একটি সমন্বিত ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি পলিসি প্রণয়ন করা প্রয়োজন

এই পলিসি প্রণয়নের অভিজ্ঞতা অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবহার করা যাবে

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে (When will the piloting start and when will it finish)?

শুরু: ১ নভেম্বর, ২০২৫

সমাপ্তি: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ (৩ মাস)

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে (How many people will benefit, how, and how much money will be saved as a result of the piloting)?

উপকারভোগী:

১. প্রত্যক্ষ উপকারভোগী:

আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী: ১০০ জন

অন্যান্য সরকারি দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী: ১,০০০ জন

আইসিটি খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী: ৫,০০০ জন

ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী: ৫০০ জন

সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনাল: ৫০০ জন

২. পরোক্ষ উপকারভোগী:

ডিজিটাল সেবা ব্যবহারকারী নাগরিক: ২ কোটি+
ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারী: ৫ কোটি+
আইসিটি খাতের কর্মী: ১০ লাখ+
স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা: ১০,০০০+

উপকারের ধরন:

১. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য:

স্পষ্ট নীতিমালা ও গাইডলাইন
সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা
আইনি জটিলতা হ্রাস
দক্ষতা উন্নয়ন

২. আইসিটি খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য:

ব্যবসা পরিচালনায় সহজতা
আইনি জটিলতা হ্রাস
বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা
আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ

৩. ডিজিটাল সেবা প্রদানকারীদের জন্য:

স্পষ্ট নীতিমালা ও গাইডলাইন
সেবা প্রদানে সহজতা
আইনি জটিলতা হ্রাস
নতুন সেবা প্রবর্তনে সহায়তা

৪. সাইবার সিকিউরিটি প্রফেশনালদের জন্য:

স্পষ্ট নীতিমালা ও গাইডলাইন
দক্ষতা উন্নয়ন
আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য
নতুন সুযোগ সৃষ্টি

৫. নাগরিকদের জন্য:

উন্নত ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তি
ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডেটা সুরক্ষা
উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবা প্রাপ্তি
ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ

অর্থ সাশ্রয়:

১. প্রত্যক্ষ সাশ্রয়:

নীতিমালা ও আইনের সমন্বয় সাধনের ফলে প্রশাসনিক খরচ হ্রাস: বার্ষিক ১০ কোটি টাকা
ডিজিটাল সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের ফলে সাশ্রয়: বার্ষিক ২০ কোটি টাকা
সাইবার অপরাধ হ্রাসের ফলে সাশ্রয়: বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা
উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে নীতিগত বাধা হ্রাসের ফলে সাশ্রয়: বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা

২. পরোক্ষ সাশ্রয়:

উন্নত ডিজিটাল সেবা প্রদানের ফলে নাগরিকদের সময় ও অর্থ সাশ্রয়: বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা
উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা
বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি: বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা

৩. মোট বার্ষিক সাশ্রয়: প্রায় ৫৬০ কোটি টাকা

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন

অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডার:

১. উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব (উপদেষ্টা / মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব):
ভূমিকা: নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংস্থাগত সমর্থন, সম্পদ বরাদ্দ
কাজে লাগানোর কৌশল:
- পলিসি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন
- নিয়মিত ব্রিফিং ও আপডেট প্রদান
- সাফল্যের গল্প শেয়ার করা
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন

২. মধ্যম পর্যায়ের নেতৃত্ব (যুগ্মসচিব, উপসচিব):
ভূমিকা: নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান, টিম নেতৃত্ব
কাজে লাগানোর কৌশল:
- পলিসি ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান
- নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির নেতৃত্ব প্রদান
- বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃত্ব প্রদান
- পারফরম্যান্স ইনসেন্টিভ প্রদান

৩. আইন ও নীতি শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী:
ভূমিকা: নীতিমালা প্রণয়ন, খসড়া প্রস্তুত, গবেষণা
কাজে লাগানোর কৌশল:
- পলিসি ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান
- গবেষণা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা উন্নয়ন
- সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান
- পারফরম্যান্স ইনসেন্টিভ প্রদান

৪. অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী:
ভূমিকা: নীতিমালা প্রণয়নে ইনপুট প্রদান, বাস্তবায়ন সহায়তা
কাজে লাগানোর কৌশল:
- নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান
- নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- ফিডব্যাক সংগ্রহ
- প্রশিক্ষণ প্রদান

বাহ্যিক স্টেকহোল্ডার:

১. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:
ভূমিকা: আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, নীতিমালা প্রণয়নে ইনপুট প্রদান
কাজে লাগানোর কৌশল:
- আন্তঃমন্ত্রণালয় পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন
- যৌথ কর্মশালা আয়োজন
- ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ
- নিয়মিত সমন্বয় সভা

২. আইন প্রণেতা ও বিচার বিভাগ:
ভূমিকা: আইনি পরামর্শ, আইন প্রণয়ন, বিচারিক ব্যাখ্যা
কাজে লাগানোর কৌশল:
- লিগ্যাল এক্সপার্ট গ্রুপ গঠন
- যৌথ কর্মশালা আয়োজন
- আইনি পরামর্শ সংগ্রহ
- প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন

৩. বেসরকারি খাত (আইসিটি কোম্পানি, স্টার্টআপ):
ভূমিকা: নীতিমালা প্রণয়নে ইনপুট প্রদান, বাস্তবায়ন ফিডব্যাক
কাজে লাগানোর কৌশল:
- পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ ফোরাম
- ইন্ডাস্ট্রি কনসালটেশন
- ফিডব্যাক সংগ্রহ
- পাইলট প্রজেক্টে অংশগ্রহণ

৪. একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান:
ভূমিকা: গবেষণা, বিশ্লেষণ, পরামর্শ প্রদান
কাজে লাগানোর কৌশল:
- গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষর
- পলিসি রিসার্চ গ্রুপ গঠন
- সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন
- পলিসি পেপার প্রকাশ

৫. আন্তর্জাতিক সংস্থা:

ভূমিকা: আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিস শেয়ার, পরামর্শ প্রদান

কাজে লাগানোর কৌশল:

- টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম
- বেস্ট প্র্যাকটিস শেয়ারিং
- এক্সপার্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম
- কমপ্যারেটিভ স্টাডি

৬. নাগরিক সমাজ ও মিডিয়া:

ভূমিকা: জনমত সংগ্রহ, সচেতনতা বৃদ্ধি, মনিটরিং

কাজে লাগানোর কৌশল:

- পাবলিক হিয়ারিং
- মিডিয়া ব্রিফিং
- সোশ্যাল মিডিয়া এনগেজমেন্ট
- সিটিজেন ফিডব্যাক মেকানিজম

স্টেকহোল্ডার ম্যানেজমেন্ট কৌশল:

১. কমিউনিকেশন প্ল্যান:

- স্টেকহোল্ডার-ভিত্তিক কমিউনিকেশন প্ল্যান
- নিয়মিত আপডেট ও প্রগতি প্রতিবেদন
- সাফল্যের গল্প ও কেস স্টাডি শেয়ার
- ওয়েবসাইট, ইমেইল, নিউজলেটার, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার

২. স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট:

- স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং ও অ্যানালিসিস
- স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান
- নিয়মিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন
- ফিডব্যাক লুপ প্রতিষ্ঠা

৩. প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- পলিসি ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ
- লিগ্যাল ড্রাফটিং প্রশিক্ষণ
- রেগুলেটরি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রশিক্ষণ
- স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্রশিক্ষণ

৪. কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন:

- কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন মেকানিজম
- মধ্যস্থতা ও আলোচনা
- কনসেনসাস বিল্ডিং
- উইন-উইন সলিউশন

পাইলট বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে

মানব সম্পদ:

১. প্রকল্প টিম:

- ১ জন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
- ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
- ৩ জন প্রকল্প কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব)
- ৩ জন পলিসি অ্যানালিস্ট

কাজে লাগানোর উপায়: প্রকল্প টিম সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে। টিমের সদস্যরা বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের নেতৃত্ব দেবেন।

২. ওয়ার্কিং গ্রুপ:

- ডিজিটাল সিকিউরিটি পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ
- ডিজিটাল ইনোভেশন পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ
- ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি পলিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ

কাজে লাগানোর উপায়: প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ করবে এবং প্রকল্প টিমকে রিপোর্ট করবে।

৩. বিশেষজ্ঞ:

- ২ জন লিগ্যাল এক্সপার্ট
- ২ জন পলিসি এক্সপার্ট
- ২ জন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট
- ২ জন ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট
- ২ জন ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি এক্সপার্ট

কাজে লাগানোর উপায়: বিশেষজ্ঞরা প্রকল্প টিম ও ওয়ার্কিং গ্রুপকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেন।

১. গবেষণা ও বিশ্লেষণ:

আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাকটিস স্টাডি
কমপ্যারেটিভ পলিসি অ্যানালিসিস
রেগুলেটরি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
স্টেকহোল্ডার অ্যানালিসিস

কাজে লাগানোর উপায়: গবেষণা ও বিশ্লেষণ নীতিমালা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

২. ডাটা ও তথ্য:

বর্তমান আইন ও নীতিমালা ডাটাবেস
আন্তর্জাতিক মান ও বেস্ট প্র্যাকটিস ডাটাবেস
স্টেকহোল্ডার ফিডব্যাক ডাটাবেস
ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ডাটা

কাজে লাগানোর উপায়: ডাটা ও তথ্য নীতিমালা প্রণয়নে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

৩. নলেজ ম্যানেজমেন্ট:

নলেজ রিপোজিটরি
বেস্ট প্র্যাকটিস গাইড
কেস স্টাডি
পলিসি ব্রিফ

কাজে লাগানোর উপায়: নলেজ ম্যানেজমেন্ট অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ সংরক্ষণ ও শেয়ার করবে।

প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম:

১. সফটওয়্যার ও টুলস:

পলিসি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার
কোলাবোরেশন টুলস
ডাটা অ্যানালিটিক্স টুলস
ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

কাজে লাগানোর উপায়: এই টুলগুলো নীতিমালা প্রণয়ন, কোলাবোরেশন ও ডাটা অ্যানালিসিসে ব্যবহার করা হবে।

২. হার্ডওয়্যার:

কম্পিউটার ও ল্যাপটপ
প্রিন্টার ও স্ক্যানার
প্রজেক্টর ও স্ক্রিন
ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

কাজে লাগানোর উপায়: এই হার্ডওয়্যারগুলো নীতিমালা প্রণয়ন, মিটিং ও কর্মশালায় ব্যবহার করা হবে।

৩. অফিস স্পেস ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার:

প্রকল্প অফিস
মিটিং রুম
কনফারেন্স হল
ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি

কাজে লাগানোর উপায়: এই অফিস স্পেস ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প পরিচালনা, মিটিং ও কর্মশালায় ব্যবহার করা হবে।

আর্থিক সম্পদ:

১. প্রকল্প বাজেট:

মানব সম্পদ: ১৫ লাখ টাকা
গবেষণা ও বিশ্লেষণ: ১০ লাখ টাকা
প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: ১০ লাখ টাকা
সফটওয়্যার ও টুলস: ৫ লাখ টাকা
হার্ডওয়্যার: ৫ লাখ টাকা
কনসালট্যান্সি: ১০ লাখ টাকা
অন্যান্য (কমিউনিকেশন, ইভেন্ট, ডকুমেন্টেশন): ৫ লাখ টাকা
মোট: ৬০ লাখ টাকা

কাজে লাগানোর উপায়: প্রকল্প বাজেট বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ প্রদান করবে।

২. অর্থায়নের উৎস:

- আইসিটি বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট
- এটুআই প্রোগ্রাম
- ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা

কাজে লাগানোর উপায়: বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থায়ন সংগ্রহ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ নিশ্চিত করা হবে।

সময় ও সুযোগ:

১. সময় ব্যবস্থাপনা:

- প্রকল্প টাইমলাইন
- মাইলস্টোন
- ডেডলাইন
- গ্যান্ট চার্ট

কাজে লাগানোর উপায়: সময় ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা নিশ্চিত করবে।

২. সুযোগ ব্যবস্থাপনা:

- আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও ইভেন্ট
- জাতীয় ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ
- পলিসি উইন্ডো
- স্টেকহোল্ডার ইন্টারেস্ট

কাজে লাগানোর উপায়: সুযোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

টেকসইকরণের কৌশল

পাইলট উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে নিম্নলিখিত কৌশল গ্রহণ করা হবে:

১. প্রাতিষ্ঠানিক টেকসইতা:

আইনি ও নীতিগত কাঠামো:

- নীতিমালাকে আইনি কাঠামোতে রূপান্তর করা হবে
- নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে
- নীতিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে

গভর্নেন্স স্ট্রাকচার:

- পলিসি গভর্নেন্স কমিটি গঠন করা হবে
- পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি গঠন করা হবে
- পলিসি মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন কমিটি গঠন করা হবে

দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ:

- নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে
- দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে
- পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করা হবে

২. মানব সম্পদ টেকসইতা:

দক্ষতা উন্নয়ন:

- নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও স্কিল আপডেট প্রোগ্রাম
- পলিসি ডেভেলপমেন্ট ও ইমপ্লিমেন্টেশন প্রশিক্ষণ
- লিগ্যাল ড্রাফটিং প্রশিক্ষণ
- রেগুলেটরি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রশিক্ষণ

নলেজ ট্রান্সফার:

- মেন্টরিং ও কোচিং প্রোগ্রাম
- নলেজ শেয়ারিং সেশন
- ডকুমেন্টেশন ও নলেজ রিপোজিটরি
- কমিউনিটি অব প্র্যাকটিস

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট:

- পলিসি ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ার ট্র্যাক
- পারফরম্যান্স ইনসেন্টিভ
- প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন
- এক্সপার্ট পুল গঠন

৩. স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট:

নিয়মিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন:

- ত্রৈমাসিক স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন
- বার্ষিক পলিসি ফোরাম
- পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ
- সিটিজেন এনগেজমেন্ট

পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট:

- সরকারি-বেসরকারি পার্টনারশিপ
- একাডেমিক-ইন্ডাস্ট্রি-গভর্নমেন্ট (AIG) পার্টনারশিপ
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
- সিভিল সোসাইটি পার্টনারশিপ

কমিউনিকেশন ও অ্যাডভোকেসি:

- কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি
- মিডিয়া এনগেজমেন্ট
- সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন
- সাকসেস স্টোরি প্রচার

৪. মনিটরিং ও মূল্যায়ন:

পারফরম্যান্স মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক:

- KPI-ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম
- রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড
- প্রগতি প্রতিবেদন
- পারফরম্যান্স অডিট

ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট:

- রেগুলেটরি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
- সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
- ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট
- এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট

ফিডব্যাক লুপ:

- স্টেকহোল্ডার ফিডব্যাক মেকানিজম
- পাবলিক কনসালটেশন
- অনলাইন ফিডব্যাক সিস্টেম
- হটলাইন ও হেল্পডেস্ক

৫. নীতিমালা হালনাগাদকরণ ও উন্নয়ন:

নিয়মিত পর্যালোচনা:

- বার্ষিক পলিসি রিভিউ
- দ্বি-বার্ষিক পলিসি আপডেট
- পঞ্চবার্ষিক পলিসি রিফর্ম
- এমার্জিং ইস্যু রেসপন্স মেকানিজম

ট্রেন্ড মনিটরিং:

- আন্তর্জাতিক ট্রেন্ড মনিটরিং
- টেকনোলজি ট্রেন্ড মনিটরিং
- মার্কেট ট্রেন্ড মনিটরিং
- সোশ্যাল ট্রেন্ড মনিটরিং

ইনোভেশন ইন পলিসি মেকিং:

- পলিসি ল্যাব প্রতিষ্ঠা
- পলিসি হ্যাকাথন
- পলিসি সিমুলেশন
- পলিসি এক্সপেরিমেন্টেশন

৬. রোল-আউট ও স্কেলিং:

ফেজ-ওয়াইজ রোল-আউট:

পাইলট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণ দলিলবদ্ধ করা হবে

আইসিটি বিভাগের অন্যান্য নীতিগত ক্ষেত্রে রোল-আউট করা হবে (ফেজ-১)

আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহে রোল-আউট করা হবে (ফেজ-২)

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগে রোল-আউট করা হবে (ফেজ-৩)

স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও টেমপ্লেট:

পলিসি ডেভেলপমেন্ট মেথডোলজি প্রস্তুত করা হবে

পলিসি টেমপ্লেট প্রস্তুত করা হবে

ইমপ্লিমেন্টেশন গাইডলাইন প্রস্তুত করা হবে

মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হবে

নলেজ শেয়ারিং ও কোলাবোরেশন:

বেস্ট প্র্যাকটিস শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে

কমিউনিটি অব প্র্যাকটিস গঠন করা হবে

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা আয়োজন করা হবে

পলিসি নলেজ পোর্টাল তৈরি করা হবে

৭. আর্থিক টেকসইতা:

নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ:

বার্ষিক বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হবে

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে (MTBF) অন্তর্ভুক্ত করা হবে

পলিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে

পলিসি রিসার্চ গ্রান্ট প্রবর্তন করা হবে

কস্ট-বেনিফিট অ্যানালিসিস:

নিয়মিত কস্ট-বেনিফিট অ্যানালিসিস করা হবে

রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (ROI) ট্র্যাকিং করা হবে

সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিমাণ পরিমাপ করা হবে

ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা হবে

বিকল্প অর্থায়ন উৎস:

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেল

আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা

পলিসি রিসার্চ কোলাবোরেশন

ইন্ডাস্ট্রি স্পনসরশিপ

৮. প্রযুক্তিগত টেকসইতা:

ডিজিটাল পলিসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:

পলিসি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার

পলিসি রিপোজিটরি

পলিসি অ্যানালিটিক্স

পলিসি ইমপ্যাক্ট ড্যাশবোর্ড

ডাটা-ড্রিভেন পলিসি মেকিং:

ডাটা কালেকশন ও অ্যানালিসিস সিস্টেম

বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফর পলিসি অ্যানালিসিস

প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স

ডিজিটাল কোলাবোরেশন টুলস:

কোলাবোরেটিভ পলিসি ড্রাফটিং টুলস

ভার্চুয়াল কনসালটেশন প্ল্যাটফর্ম

অনলাইন ফিডব্যাক সিস্টেম

নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

119th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

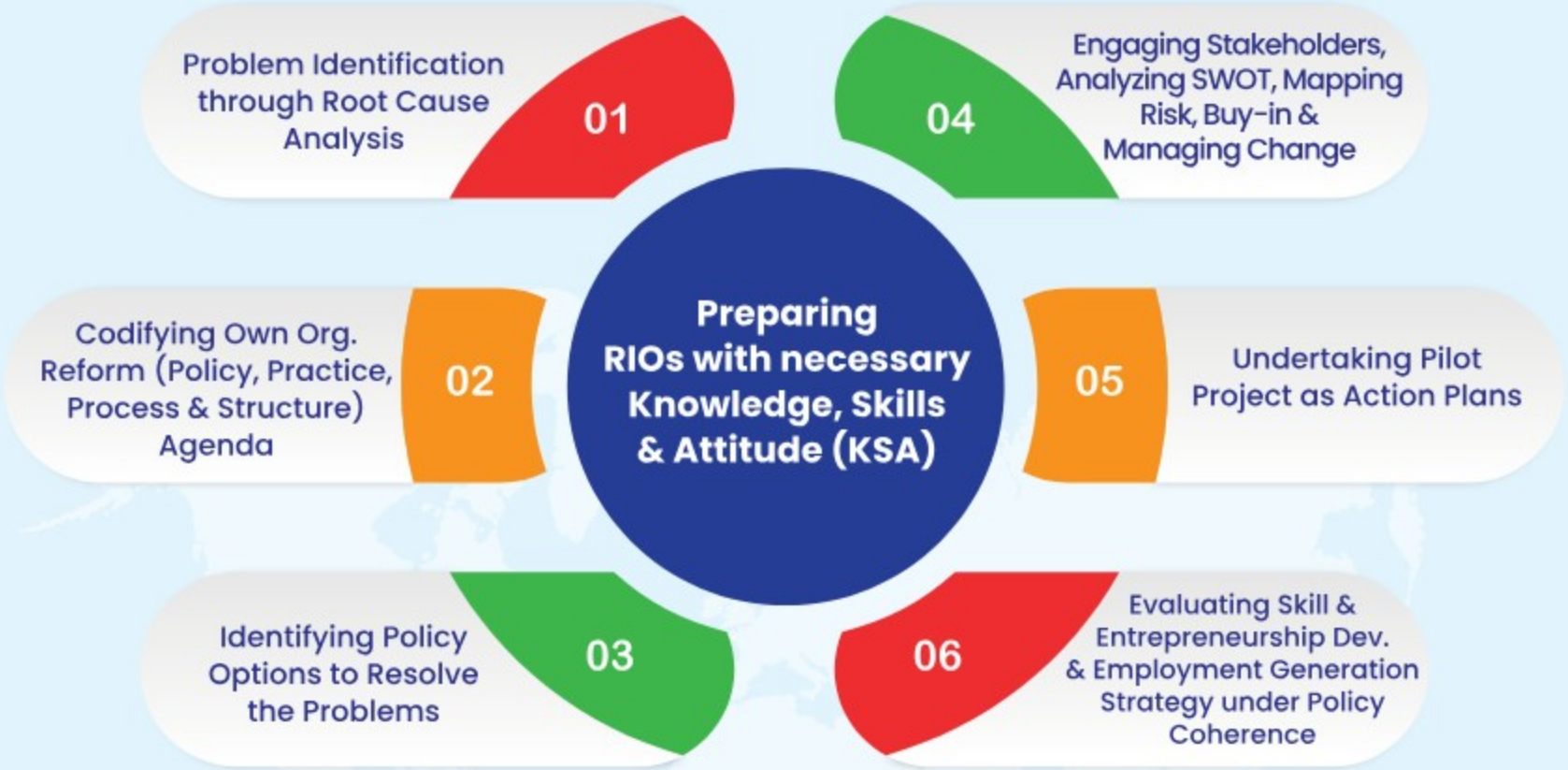

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC